প্রথম আলো

বিদ্যালয়ে পুলিশ ক্যাম্প, মাঠে ক্লাস

শরিফুল হাসান ও সাইফুর রহমান,
বরিশাল থেকে ●

সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। বিদ্যালয়ের মাঠে গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে চলছে ক্লাস। কারণ, বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়েছে।

বরিশাল সদর উপজেলার চর কাউয়া ইউনিয়নের চর কাউয়া মাতৃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ক্যাম্প করা হয়েছে এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

খেলার বন্ধুদের হাতে বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র পারভেজ গাজী খুন এবং গ্রামের ১৫ হিন্দু পরিবারের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পর এই পুলিশ ক্যাম্প করা হয়। ২০ জন পুলিশ সদস্য সেখানে থাকেন। তাই পড়ালেখার ক্ষতি হলেও এই নিয়ে কথা বলছেন না কেউ।

গ্রামবাসী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছে, অন্য কোথাও ক্যাম্প করতে না পারলে পুলিশ বিদ্যালয়েই থাকুক, কিন্তু দিনের বেলায় ক্লাস চলাকালে যদি শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে দেয়, তাহলে আর তেমন সমস্যা হবে না।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, মাঠে দুজন শিক্ষক দুটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন। মাঠে কেন পড়ছ—জানতে চাইলে শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থী লিমা আক্তার বলে ওঠে, 'যেগো ক্লাসরুমে পুলিশ ঘুমায়, হেইলাইগ্যা গাছতলায় ক্লাস হয়।'

> বিদ্যালয়ের চারটি শ্রেণীকক্ষ। এর মধ্যে দুটিতে পুলিশ ক্যাম্প হয়েছে। তাই ক্লাস নেওয়ার জায়গা নেই। ১ ডিসেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা। সে জন্য ক্লাস বন্ধও করা যাচ্ছে না
>
> **দেলোয়ারা বেগম**, প্রধান শিক্ষক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ারা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদ্যালয়ের চারটি শ্রেণীকক্ষ। এর মধ্যে দুটিতে পুলিশ ক্যাম্প হয়েছে। তাই ক্লাস নেওয়ার জায়গা নেই। ১ ডিসেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা। সে জন্য ক্লাস বন্ধও করা যাচ্ছে না।

অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে তো আর যেখানে-সেখানে থাকা যায় না। আর স্থানীয় চেয়ারম্যানকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি অস্থায়ী ক্যাম্পের জন্য কোনো জায়গা দেননি। দিলে সেখানে যাওয়া যেত।'

জানতে চাইলে চর কাউয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি তো প্রতিদিনই ওই গ্রামে যাই। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্পে যাওয়া হয়নি। আর তারাও তো ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত। তবে বাস্তবতা হলো, অন্য কোথাও পুলিশ ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়ার মতো জায়গা নেই।'

বরিশাল মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (দক্ষিণ) এ টি এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা সেখানে ক্যাম্প করার সময় তো স্থানীয় চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিদ্যালয়ের কোনো সমস্যা হবে কি না। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন, বিদ্যালয় বন্ধ। কিন্তু এখন আপনাদের কাছে শুনছি, ক্লাস করতে সমস্যা হচ্ছে। আমরা দ্রুত অন্য কোথাও ক্যাম্প স্থানান্তর করার চেষ্টা করব। সম্ভব না হলে অন্তত শ্রেণীকক্ষে যাতে বাচ্চারা পড়তে পারে, সে ব্যবস্থা করব।'